"শিশু অধিকার মানবাধিকার"

বিচারপতি মোঃ আওলাদ আলী
প্রাক্তন বিচারপতি

Justice Md. Awlad Ali

মানাবাধিকার সমন্ধে কিছু লিখতে বলতে গেলে প্রথমেই একজন মানুষ সে পুরুষই হোক বা নারীই হোক জম্মগত সে অধিকার নিয়া জন্মগ্রহন করে তার কথা দৃশ্যমান। তাই শিশুদের অধিকার মানবাধিকারে গুরুত্বপূর্ন দিক এবং পৃথিবীতে সকল রাষ্ট্রই শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য জাতি সংঘের সাধারন সভায় ঘোষনা, প্রস্থাব, Convention অনুসরন করিয়া আইন ও প্রণয়ন করা উচিত। মানব জাতি সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি। বিভিন্ন বর্ণের, আকৃতি এবং ধর্মের মানুষ এই পৃথিবীতে আছে এবং পৃথিবীর কোন না কোন অংশে বসবাস করে। সৃষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, গোত্র বা বর্ন অনুযায়ী কোন শ্রেনী বিভাগ করেনি। তাই শিশুরা যেখানেই জন্মগ্রহন করুক না কেন তাদের অধিকার সমান। এবং সেই অধিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। এবং কি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং কোন আইন প্রনীত হয়ে থাকলে তা সর্বোতভাবে কার্যকরী করিবার কোন পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা রাষ্ট্র ও সকল নাগরিকেরই কর্তব্য। তাহা না হইলে শিশুরা তাহাদের অধিকার তথ্য মানবাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং অধিকার বঞ্চিত শিশুদের দ্বারা সুন্দর পৃথিবী গড়া মোটেই সম্ভব হইবে না।

শিশুদের জম্মের পরে তাদের অধিকার খাদ্য, পুষ্টি, বাসস্থান, শিক্ষা, সুচিকিৎসা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা এমন ভাবে করিতে হইবে যেন তাহারা সার্বিক এবং মানসিক ভাবে সুস্বাস্থের অধিকারী হইয়া গ ড়িয়া উঠিতে পারে। এবং তাহারা যেন কোন ভাবেই বঞ্চিত মানবাধিকারের মধ্য থাকিয়া বিপদগামী না হয়। একটি শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন পৃথিবী সম্পর্কে ধারনা থাকুক না কেন, জম্মের পরবর্তীতে যদি সে দেখিতে পায় সে বস্তির এমন এক ঘরে সে জন্মগ্রহন করিয়াছে, যে তাহার গায়ে বৃষ্টির পানি পরিতেছে এবং শীত নিবারন করিবার কোন কাপড় নাই, তাহা হইলে ঐ শিশু স্বভাবতই মানসিক এবং মনস্ত্রাত্রিক ভা বে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে বযোবৃদ্ধির সংগে সংগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে যখন পরিচিতি ঘটে তখন সে শিশু যদি দেখিতে পায় যে, তার সমবয়সি শিশুরা বিরাট অট্টালিকায় বসবাস করে এবং দামী পোষাক পরিয়া স্কুল এ যায়, খেলাধুলা করে তখন ঐ শিশু বা শিশুদের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে তাহাদের এইরুপ অবস্থা কেন? তাহারা কি অসাম্য ও অব্যবস্থা হইতে পরিত্রাণের আশায় অন্য কোন পথ বাছিয়া লইবে ? জাতিসংঘের সাধারন সভায় ১৯৫৯ সালের, ২৮ নভেম্বর ঘোষিত প্রস্তব অনুযায়ী শিশুরা জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে ১৯২৪ সনের জেনেভা ঘোষনা (Declaration) অনুযায়ী সমস্ত রকমের মানবাধিকার অর্জন করিবে এবং ভোগ করিবে এবং শিশুরা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ভাবে সুখী শৈশব উপভোগ করিবে। শিশুদের অধিকার, রাষ্ট্র, সরকার, বেসরকারী সংস্থা, সেচ্ছাসেবক সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিবে। উপরোক্ত ঘোষ না অনুযায়ী শিশুরা যাহাতে শারিরিক এবং মানষিক ভাবে সুস্বাস্থের অধিকারী হইয়া সমাজে স্বাভাবি ক জীবন যাপন করিয়া সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সেই লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা উচিত এবং ঐ আইন যথাযথ ভাবে কার্যকর করা হইতেছে কিনা সেই বিষয়ে সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নজর রাখা একান্ত অপরিহার্য। Universal Declration Of Human Rights এর উপর ভিত্তি করেই জাতি সংঘ শিশুদের অধিকার সম্বন্ধে ঘোষনা দিয়ে ছিল এবং সেই অনুযায়ী শিশুরা শৈশবে বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য পাইবার অধিকারী। ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষনা এবং ২০ নভেম্বর, ১৯৫৯ সালে শিশু অধিকার সংক্রান্ত সাধারন পর িষেদের ঘোষনা মনে রেখেই সাধারন পরিষদ ২০ নভেম্বর, ১৯৮৯ সালে Convention on the Rights of the Child 1989 (Adopt) গ্রহন করে ছিল। বাংলাদেশ ঐ কনভেনশনের Secretary and H Convention Ratify করিয়াছিল। উক্ত Convention অনুযায়ী আর্ন্তজাতিক ভাবে শিশুদের যেসব অধিকার স্বীকৃতী পাইয়াছে সেই লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করিয়া শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। শিশুরা যে সমাজে এবং যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহন করুক না কেন সেই খানেই তাহাদের নাম ও জাতীয়তা অর্জনের অধিকারী হইবে এবং সমস্ত সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে এবং সেই সংগে খাদ্যপুষ্টি, উপযুক্ত বাসস্থান, খেলাধুলা ও চিত্তবি নোদনের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেবা পাইবার অধিকারী হইবে। যাহাতে শিশুরা যেখানে জন্মগ্রহন করে সেখানকার সুনাগরিক হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। যে সমস্ত শিশু শারিরিক ও মানষিক ভাবে প্রতিবন্দী তাহাদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন এবং তাহাদের যেরুপ

শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নেওয়া দরকার। কোন শিশু তাহার পিতা মাতা বা অভিভাবক ছাড়াও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে ভালবাসা বা যত্ন পায় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে। তাহারা যেন নিজেদেরকে কোনভাবেই অবহেলিত মনে না করি। ভালবাসা এবং যত্নের অভাবে শিশুরা বিপথগামী হইতে পারে যাহা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটিতেছে। পিতামাতা বা অভিভাবকের Convention on the Rights of the Child 1989 Adopted by the General Assembly by Resolution of 20th November 1989 অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহাদের নিজ অধিক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবকের ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা বিবেচনা না করিয়া সর্বাঙ্গিন মঙ্গলের জন্য যাহা করা দরকার তাহার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং তাহাদে র বিনোদন এর ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে যাহাতে তাহারা সুস্থ সবল ও নির্মোল চিত্তের মানুষ হিসেবে গড়িয়া উঠিতে পারে। শিশুদের প্রতি এমন আচরন করা উচিৎ নয় যাহা তাহাদের মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে। শিশুদের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরন তাহাদের মানসিক বিকাশে ক্ষতি সাধনই করেনা বরং তাহাদের বিপথগামী ও করিতে পারে। তাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেওয়া শিশুদের অধিকারের পরিপন্থী।

শিশু শ্রম বন্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা এবং উক্ত আইন যথাযথ ভাবে কার্যকর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। Child Trafiking and Sexual Abuse of the Child এর প্রধান কারন হিসেবে শনাক্ত করিতে গেলে দেখা যায় যে দারিদ্রই মূল কারন। তাই সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিবার জন্য আইন এবং দেশের সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বৈষম্যের মাত্রা কমাইয়া দারিদ্র বিমোচন না করা হইলে, Trafficking of the Child and Sexual Abuse বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ দায়িত্বও রাষ্ট্র এবং সরকারের উপর বর্তায়। তবে সরকারকে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ সহযোগীতা প্রদান করিতে হইবে। আইন করিয়া এবং আইনে শাস্তির বিধান করিয়া শিশুদের এই সমস্যার সমাধান মোটিই সম্ভব নয়, ইহা ইতোমধ্যেই প্রমানিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ঘোষনা এবং উপরোক্ত Convention অনুযায়ী, The Children Act, 1974 এর সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন করিয়া শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা তাহারা কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে তাহা ভিন্নভাবে Treat করা এবং কোন গুরুতর অপরাধ না করিয়া থাকিলে শাস্তি না দিয়া সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া পরিকল্পিত ভাবে তাহাদিকগে সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ করিয়া দেওয়ার বিধান করিতে হইবে। কোন গুরুতর অপরাধ করিলেও অপরাধির শিশু দিগকে অন্যান্য অপরাধীর সংঙ্গে জেলে পুরিয়া রাখা মোটেই সমীচিন নহে। সেক্ষেত্রে উক্ত শিশু অপরাধীদের বিশেষ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করিলে তাহাদের সংশোধনের জন্য Motivation করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুক্ত করিয়া সমাজের মূল ধারায় ফিরাইয়া আনতে হইবে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে। Declaration on the Protection of Children in Emergency and armed Conflict, 1974 proclaimed by General Assembly Resolution of 14th December, 1974 অনুযায়ী জরুরী অবস্থা এবং সসস্ত্র সংঘর্ষে শিশুদের, বেসামরিক জনতার অংশ বলিয়া তাহাদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে। উপরোক্ত ঘোষনা এবং প্রস্তাব অনুযায়ী শিশুদের উপর আক্রমণ, বোমা বর্ষন নিষিদ্ধ এবং আর্ন্তজাতিক ভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির ঐ নিয়ম অনুসরন করিতে হইবে। রাষ্ট্রগুলির সেনা অভিযানের সময় এমন সমরাস্ত্র ব্যবহার করিবে না। যাহা দ্বারা শিশুদের ক্ষতি হইতে পারে এবং সেনা অভিযানের সময় শিশুদের ক্ষতি করা General Protocol 1952 এবং ১৯৪৯ সালের Geneva Convention এর সম্পূর্ন পরিপন্থী এবং আর্ন্তজাতিক ভাবে নিন্দনীয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বাতৌক চেষ্টা হইবে যেন যুদ্ধের সময় বা সেনা বাহিনীর তঃপরতার সময় শিশুদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তি মুলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় এবংতাহাদের প্রতি কোনরুপ নিষ্ঠুর আচরন না করা হয়। সশস্ত্র দন্দের সময় শিশুদের বন্দি করা বা বাড়ি ঘর হইতে বহিঃস্কার করা বা তা তাদের প্রতি গুলি ছোড়া ফৌজদারী অপরাধ।

আমাদের দেশের শিশুরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাবে অবহেলিত। শিশুদের সুস্থ্য এবং সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলতে রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং সমাজের প্রতিপত্তিশালী, বিত্তশালী, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কেহই মনোযোগী নন। ফলশ্রুতিতে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৃহঃ আকারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিকল্পনা দরকার তেমনি সামাজিক তঃপরতার অপরিহার্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন - 'সোনার বাংলা গড়িতে হইলে সোনার মানুষ চাই'। আর সেই সোনার মানুষ গড়িতে হইলে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াই বেবলমাত্র তাহা সম্ভব। আজকের সমাজে নানা কারণে বয়োজ্যষ্ঠরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধন-সম্পত্তির লিপ্সা, ভোগ বিলাসের মোহে মত্ত। শিশুদের লেখা পড়া, বিনোদন স্কুলের টিফিনের কথা উঠিলেই তার উত্তর আসিবে আমাদের মত গরীব দেশে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের একশ্রেনীর লোকের জীবন যাপনের মান, বাড়ীঘরের আয়তন, ড্র-ইং রুমের বিশালতা, দামী আসবাবপত্র, দামী গাড়ী এই সকল দেখিলে ইহা মনে হয় না যে এই দেশের মানুষ এতটাই গরীব। বিলাস ব্যসন করিয়া অর্থের অপচয়ের শেষ নাই। কিন্তু শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং তাহাদিকগে সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে এত কৃপনতা কেন? যদি তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লেখা-পড়ার সুযোগ, খেলাধুলা, বিনোদন, পোশাক পরিচ্ছদ এর ব্যবস্থা করিয়া সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার পরিবেশ সৃষ্টি

করিতে আমরা ব্যর্থ হই, তাহা হইলে তাহাদের (শিশুদের) মধ্য হইতেই ছিনতাইকারী, পকেটমার, চোর-ডাকাত, ভাড়াটিয়া খুনী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, জঙ্গী হইবে এবং তাহা র জন্য এই সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যভস্থাই দায়ী থাকিবে। শিশুদের মঙ্গলের জন্য এবং তাহাদের খুনী, সন্ত্রাসী, চাঁদ াবাজ, জঙ্গী সৃষ্টি হইবে এবং তাহার জন্য এই সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই দায়ী থাকিবে। শিশুদের মঙ্গলের জন্য এবং তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের দেশে যাহা কিছুই আইন প্রণয়ন করা হইয়া থাকুক না কেন, তাহা কার্যকর করিবার ব্যবস্থা নেওয়া হয় না ফলে শিশুরা বঞ্চিত থাকে। আমরা বলি কিশোর অপরাধী এবং তাহাদের এই কিশোর বয়সে অপরাধী হইবার জন্য আমরা কি অপরাধী নই ? অতএব, কিশোর অপরাধী সমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে হইলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে শিশুদের অধিকার তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভবিষ্যতের সমাজ গঠন করিবার উদ্যোগ নিতে হইবে এবং সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশের শহর, বন্দর ও গ্রামের আনাচে কানাচে সেসকল অবহেলিত শিশু অবস্থান করিতেছে তাহাদের পরিচর্যার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ গ্রহন করিয়া পরিসংখ্যান তৈয়ার করিয়া প্রত্যোক জেলায়, উপজেলায় এবং ইউনিয়ন পরিষদ সরকারী এবং বেসরকারি দায়িত্বশীল ব্যাক্তিবর্গের মাধ্যমে এইসব শিশুদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া, ভবিষ্যতের জন্য এমন কার্যপদ্ধতি গ্রহন করিতে হইবে এমন অধিকার বঞ্চিত এবং অবহেলিত শিশুগন কোন প্রকারেই পথভ্রষ্ট হইবার সুযোগ না পায়। এবং সেটা সুশীল সমাজ, বিত্তশালী, বুদ্ধিজীবি, বেসরকারী সংস্থা, এনজিও সকলের সমন্বিত প্রচেষ্ঠায় সম্ভব হইতে পারে। আমাদের উচ্চ আদালত অনেক সময় স্বপ্রণোদিত হইয়া শিশুদের অ ধিকার সম্পর্কে রুলজারি করিয়া আদেশ নির্দেশ দিলেও তাহা কার্যকর করার ব্যভস্থা গ্রহন করা হয় না। বিচারপতি, বিচারকগণ তাহাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে শিশু অধিকার রক্ষা করিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। আমাদের দেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলি শিশুদের অধিকারের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখিলেও শিশুদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং তাহাদের অধিকার প্রতিষ্টার ব্যপারে তাহা যথেষ্ট নহে। তাই রাষ্ট্রীয় ভাবে এই দায়িত্ব নিতে হইবে অন্যথায় ভবিষ্যতে সুনাগরিকের অভাবে সমাজ ব্যবস্থা বিপন্ন হইবে।

-------❖-------